মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক

আমঝুপি, মেহেরপুর।

২০২২-২০২৩

বার্ষিক প্রতিবেদন

সচিবালয়:

- মউক পয়েন্ট, হাট রোড
- আমঝুপি-৭১০১, মেহেরপুর।
- ইমেইল আইডি : muk1995@gmal.com
- ফোন : ০২৪৭৯৯২১০৫৫,
- মোবাইল: ০১৭৩৩-২২৩২৯৯, ০১৭১১-৩৯৭১৪২

www.muk-f.org

সূচীপত্র

ক্রঃ	বিষয়বস্তু	পাতা নং
১	সভাপতি মহোদয়ের বাণী	১
২	নির্বাহী প্রধানের বাণী	২
৩	সার সংক্ষেপ	৩
৪	উন্নয়ন অংশীদার জনেদের তথ্য	৪
৫	মউক এর রূপকল্প, লক্ষ্য, ভূমিকা, মূল্যবোধ ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা	৫
৬	আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচী	৬
৭	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন কার্যক্রম	৭
৮	চাইল্ড ও ওম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেসী প্রকল্প (সমৃদ্ধ)	৭
৯	প্রবীণ সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বসত বাড়িতে গাড়ল পালনের মাধ্যমে আর্থিক পূর্ণবাসন প্রকল্প	৮
১০	প্রাইমারী মউক হেলথ কেয়ার এন্ড নিউট্রিশনপ্রজেক্ট	৯
১১	কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল	৯
১২	আইসিএস/ইকো ফ্রেন্ডলী ইম্প্রুভ কুক ওভেন ইনস্টলেশন	১০
১৩	ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি পার্সন ডিজএ্যাবিলিটিস	১১
১৪	টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু দ্যা ট্রাফিকিং ভিক্টিমস	১১
১৫	ভ্যানারেবল ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রাম (VGD)	১২
১৬	বাংলাদেশে ভূমিহীন, দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমি স্বত্ত এবং যৌথ কৃষিচর্চা প্রকল্প	১৩
১৭	ক্ষুদ্র ঋণ ও সোসিও- ইকোনোমিক ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রাম	১৩
১৮	তৃণমূল মডেল একাডেমী ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	১৪
১৯	মউক এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন	১৫
২০	২০২২-২০২৩ অর্থ বছর-এ উদযাপিত দিবসের কিছু স্থির চিত্র	১৫
২১	বর্তমানে চলমান প্রজেক্ট এবং দাতা সংস্থার পরিচিতি	১৬
২২	উন্নয়ন বার্তা সংবাদপত্রের ক্লিপিং	১৭
২৩	২০২২-২০২৩ ইং পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সদস্যদের তথ্য	১৮

সভাপতি মহোদয়ের বাণী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর সকল শুধী, শুভানুদ্ধায়ী, স্টেকহোল্ডার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সহযোগী, কর্মকর্তা/কর্মচারী সকলকে আমার পক্ষ থেকে প্রাণঢাল অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আরো একটি সফল বছর অতিক্রম করায় নির্বাহী কমিটি সভাপতি হিসাবে গৌরবময় অনুভব করছি। মউকের সাথে থেকে নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ কমিটির পক্ষ হতে তৃতীয় বারের মত জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে কিছু লিখতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং সম্মানজনক বলে মনে করি। সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি, তা কেবলমাত্র সম্ভবপর হয়েছে প্রতিষ্ঠাটির নির্বাহী কমিটি এবং নিবেদিত কর্মীদের সহযোগিতার কারণে। এই প্রতিবেদনটিতে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ এই সময়ের একটি সার্বিক কাজের প্রতিবেদন এর সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। মউক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকার এর সাথে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে প্রশাসনের সাথে এ্যাডভোকেসী করে আসছে। এছাড়া সরকারি সেবা সমুহ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বাড়ীর দৌর-গোড়ায় পৌছে দেবার লক্ষ্যে এবং সরকারের SGD আর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে দীর্ঘ ২৮ বৎসর যাবৎ কাজ করে আসছে।

মউক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী-পুরুষদের বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, গরিব, হত-দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির সেবা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলে নিম্নে প্রকল্প গুলোতে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে *(১) শিক্ষা ও সুশাসন, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক জবাবদিহিতা, (২) স্বাস্থ্য, পুষ্টিও দক্ষতা/ প্রশিক্ষণ, (৩)শান্তি ও সহিষ্ণুতা, (৪)নারী ও শিশু অধিকার, (৫) পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং (৬)ক্ষুদ্রঋণ দান* কর্মসূচি । উপরোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মউক সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অর্থনৈতিক মন্দা কারনে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সরকারের কোনো আর্থিক বরাদ্দ বা দাতাসংস্থার নতুন প্রকল্প সহায়তা না পাওয়ায় সংস্থার ব্যাপক সীমাবদ্ধতা চলে এসেছে। তথাপিও এই সংকট মোকাবেলা করে মউক সচিবালয় যথেষ্ট পরিশ্রম করে সময়মত এই প্রতিবেদন প্রণয়ণের কাজটি সম্ভব করেছে। এই জন্য মউকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে মউক নির্বাহী প্রধান/সম্পাদক এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আমি বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের ও বিশেষ করে সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠির ভূমিকা ও অবদান এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সংগঠনের গতিশীলতা আনতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সংস্থার সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যও কর্মীদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি এই প্রতিবেদনের মধ্যে প্রকাশিত প্রতিবেদন এর ফলাফলের সাথে জড়িত সকল উন্নয়ন সহযোগী এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আগামী বছরগুলিতে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ।

মেহেরপুর
জুলাই ২০২৩

এস.এম. ছাইফুল ইসলাম
সভাপতি
মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

নির্বাহী প্রধানের বাণী

জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ ইং-এর জন্য মউক-র বার্ষিক প্রতিবেদনটি যথা সময়ে প্রকাশ করা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। **"মানুষের জন্য যার জন্ম নাম তার মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক"** এই স্লোগানকে উপজীব্য করে মউকের দীর্ঘ ২৮ বছরের পথ চলায় আরো একটি সফল মাইলফল ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর সফলভাবে অতিক্রান্ত করা। সমাজের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্যকে হ্রাস করা ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটির অংশগ্রহন ও নেতৃত্বের মাধ্যমে মউক বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। মউক বিশ্বাস করে যে- শান্তি ও সহনশীলতা ছাড়া সমাজের কোন উন্নয়ন স্থায়ী হতে পারে না। এবং জাতির জন্য সবচেয়ে কার্যকর/মূল্যবান বিনিয়োগ হচ্ছে শিশু এবং যুবকদের জন্য কাজ করা। আর এ-লক্ষ্যে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরিতে সর্বদা তৎপর। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার একটি এনজিও হিসাবে মউকের আরো একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়- টেকসই উন্নয়ন।

মউক-এর লোক-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ব্যাপক কর্মতৎপরতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মউক একটি আদর্শ মানবতাবাদী সংস্থা হিসাবে দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশ ও প্রসার করার একটি অনন্য সংগঠন হিসাবে দাবি করতে পারে। সুতরাং ২০১৬ থেকে ২০৩০ এর এসডিজি লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী মউক সমাজে জন্য পাঁচটি প্রধান কর্মসূচীকে পরিকল্পনায় নিয়ে এগিয়ে চলছে । জাতিসংঘ কর্তৃক ১৭টি টেকসই উন্নয়ন ঘোষণার পাশাপাশি বাংলাদেশও তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সুতারাং এই প্রেক্ষাপটে মউক একটি প্রগতিশীল সংস্থা হিসাবে ০৫টি মহা-পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নিবীড় ভাবে ২০২২-২০২৩অর্থ বৎসরে কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করছে। দেশের সামগ্রীক বিষয় বিবেচনা নিয়ে মউক মানবসৃষ্ট বিপযর্য় নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত নিরসনে মনোনিবেশ করেছে এবং এ মউক সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক এনজিওদের সমন্বয়ে **"স্টপ ভায়ালেন্স "** মোর্চা পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রতিষ্ঠানের সু-খ্যাতি ধরে রাখার জন্য অনেক নতুন-নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে যা চ্যালেঞ্জিং। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আমরা আমাদের সাফল্য, শিক্ষা, চ্যালেঞ্জ এবং অভিযোগগুলো স্টেকহোল্ডারের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছি । বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় মউক পাঁচটি কম্পোনেন্টকে বিবেচনায় নিয়ে ১৭ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে। ফলে আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি- সকল অংশীদার, দাতা সংস্থা, সরকার, মিডিয়া এবং সেবাগ্রহনকারীদের নিকট। আরো আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি- সংস্থার নির্বাহী ও সাধারণ কমিটির সদস্যদের প্রতি, তাদের মহৎ সহযোগিতা এবং সহায়তা প্রদান করার জন্য। একই সাথে ধন্যবাদ জানাই, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মীদের, যারা তাদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। এলজিআই এর নির্বাচিত সদস্য ও কর্মকর্তা, নাগরিক কমিটির সদস্য, দুর্যোগ পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং মহিলা দলগুলির, যারা স্থানীয় পর্যায় এ গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা স্থাপনে অবদান রেখে আসছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

মউক কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, নাগরিক সমাজ, আইনজীবী সম্প্রদায়, শিশু, কিশোর এবং যুবক ও নারী সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন সমর্থন এবং সহযোগিতা আশা করি, যাতে করে মউক আরো উন্নয়নের ধারা অব্যহতি রেখে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও শুভকামনায় ।

আশাদুজ্জামান সেলিম
নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা, মউক, মেহেরপুর।

সার-সংক্ষেপঃ

"নির্যাতিত অসহায় মানুষের জন্য যার জন্ম, নাম তার মানব উন্নয়ন কেন্দ্র" এই স্লোগান সামনে নিয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে সংগঠনটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি নির্যাতিত নিপিড়িত অসহায় মানুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র নির্যাতনমুক্ত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি দীর্ঘ ২৮ বছরে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। অত্র সংস্থাটি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৫টি প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার রুপকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য, কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫ অনুযায়ী ০৫টি উন্নয়ন কম্পোনেন্ট কে সামনে রেখে বর্তমানে মউক তার কর্ম এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ০২ মিলিয়ন এর বেশি মানুষকে সেবার আওতায় আওতাভুক্ত করে কাজ করে আসছে। সেবাসমুহের মধ্যে রয়েছে- (১) সুশাসন, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, (২)শান্তি ও সহনশীলতা, (৩) নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার (৪) শিক্ষা কার্যক্রম এবং (৫) কৃষি উন্নয়ন ও আয় বর্ধন মূলক কার্যাবলী। ইত্যাদি কর্মসুচির মাধ্যমে মউক আরও একটি সফল বছর অতিক্রম করেছে।

মউক ব্যাপক মানবিক সমস্যা ও এর সমাধান চর্চ্চা'র মাধ্যমে বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের চর্চ্চা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে ও এর বার্তা প্রচার করে আসছে। যা কেবলমাত্র দ্বন্দ ও ভেদাভেদ নিরসনে ভুমিকা রাখে নাই, বরং ইহা প্রমাণীত যে, মউকের কর্মকৌশল সমূহ স্বল্পমেয়াদে এবং দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাপক ভুমিকা রেখেছে। মউক বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। যার ফলে বিভিন্ন আন্তঃধর্ম, সাংস্কৃতি এবং নিজস্ব ঐতিহ্য এর ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজের বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানে গুরত্বপূর্ন ভুমিকা রাখছে।

মউক সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন এর ব্যাপারে জোরাল ভুমিকা রাখছে । বিশেষ প্রক্রিয়ায় ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ধর্মীয় নেতাগণ, শিক্ষক মন্ডলী, অনেক ছাত্রছাত্রী ও যুবকগণ সমাজের জন্য গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছেন। বাধাঁ-বিপত্তি পেরিয়ে আসা ও অন্যান্যদের জন্য উপকারী তা প্রমানীত, যেমন সুশাসন অথবা প্রতিষ্ঠান কে আরও কার্যকরী করে তোলা এবং প্রকল্প এর কাঠামে বির্নিমানে সহায়তা এবং সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামে গুরত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।
মউক জনপ্রিয় আইন সহায়তা ও সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে দেয়ায় মাধ্যমে সমাজে বিবাদমান দ্বন্দ কলহ দূর করা সম্ভব হয়েছে। মউক এর কর্মসূচী সমূহ ভিন্ন বয়সের এবং পেশাদার গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শান্তি ঐক্য গড়ে তোলার ও সহবস্থানের জন্য বিশেষ আবদান রাখছে।

মউক সংস্থার এর মুলধারার জেন্ডার ফোরাম সহ সামাজিক ফোরাম ও রয়েছে । মউক জেন্ডার ফোরাম একটি পরিকল্পনা নিয়ে সংগঠনের মাধ্যমে নারী অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছে। যৌন হয়রানী প্রতিরোধ মূলক সেল সক্রিয় রয়েছে যা সংস্থার অভ্যন্তরে ও সমাজে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে একটি সমতাপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন কাজ করছে।

মউকের উদ্দ্যোগে দরিদ্র অসহায় মানুষদের মাঝে খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্যাক বিতরণ করছেন আমঝুপি ইপি চেয়ারম্যান ও পুলিশ কর্মকর্তা

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক আমঝুপি, প্রধান কার্যালয়ের ভবন।

সাবেক জেলা সহকারি পরিচালককে বিদায় ও নতুন সহকারি পরিচালকে মউক এর পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা ।

উন্নয়ন অংশীদার ঃ

মউক ক্রমাগত উন্নতি ও উদ্ভাবনের জন্য সরকারী, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় যে, সব সংস্থাগুলোর অবিচ্ছিন্ন সমর্থন ও সহযোগীতা পেয়ে থাকে তাদের মনোগ্রাম/লোগো তুলে ধরা হলো ।

Development Partners of the Organization

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

BCCM

actionaid

BSAF

food network

RELIEF INTERNATIONAL

BANGLADESH WOMEN'S HEALTH COALITION

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

MISEREOR IHR HILFSWERK

BANGLADESH NGO FOUNDATION

ALRD Association for Land Reform and Development

IDCOL TOGETHER FOR TOMORROW

NAHAR

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম

জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম

In pursuit of a just society SAWAB

CDD Centre for Disability in Development Bringing hope, dignity and meaning to life

NGO FORUM FOR PUBLIC HEALTH

Ministry of Health and Family Welfare Government of the People's Republic of Bangladesh

গণসাক্ষরতা অভিযান CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে

Ministry of Health and Family Welfare Government of the People's Republic of Bangladesh

WINROCK INTERNATIONAL Putting Ideas to Work

রূপান্তর RUPANTAR

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ RIGHT TO FOOD BANGLADESH

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

BATA

আমাদের রুপকল্প ঃ

মউক এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মানে পরিকল্পনা করেছে, যেখানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মানবাধিকার, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে স্বীকৃত পাবে।

আমাদের লক্ষ্যঃ

মানুষের ক্ষমতায়ন, গণতান্ত্রিক অনুশীলনকে শক্তিশালীকরণ, আর্থ-সামাজিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কৃষিক্ষেত্র এবং পরিবেশ রক্ষায় অবিচ্ছিন্ন মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মউক ইতিবাচক উন্নতি করবে।

বিশেষত, মউক এর ভূমিকা হলো ঃ

১. জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ।
২. শিশু, যুবক, নারীদের বিভিন্নভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ।
৩. তৃণমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শিল্প, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণদান এ সহায়তা করা।
৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক/মানুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় এর প্রভাব মোকাবেলা করতে এবং প্রাকৃতিক জৈব-বৈচিত্র সংরক্ষণে মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
৫. স্থানীয় সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির জন্য স্থিতিশীল কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা।

মউক এর মূল্যবোধঃ

মউক নিম্নলিখিত মূল্যবোধগুলো সংস্থার এর মধ্যে অনুশীলন করা এবং তা মউক এর বাইরে প্রচার করার চেষ্টা করা।
১. মৌলিক মানবাধিকারের জন্য স্বীকৃতি এবং সম্মান প্রদান করা।
২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, এবং শ্রেনী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য সমান শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন করা।
৩. সকল স্তরের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মূল্যবোধ প্রচার ও অনুশীলন করা।
৪. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা।
৫. নারী-পুরুষ উভয় সমান, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল সুসম্পর্ক কে তুলে ধরা।
৬. শিশু, প্রবীণ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৭. প্রকৃতি এবং জৈব-বৈচিত্রের উন্নয়ন করা ।

সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাঃ

মউক সাধারণ-পরিষদ সদস্য ২১ জন ও নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৭ জন। নির্বাহী কমিটির সভা প্রতি দুই মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয়। এবং সাধারন পরিষদ এর সভা প্রতি বৎসরে ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধানের নেতৃত্বে প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের ম্যাধ্যমে কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ

মউকের সর্বশেষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ২০২০-২০২৫ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, প্রতিশ্রুতি এবং পেশাদারিত্ব ভাবধারা তৈরী করা। অত্র সংস্থায় বর্তমানে ২৭৫ জন বেতনভুক্ত কর্মী (যার প্রায় ৪০ % মহিলা)। এছাড়াও ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কর্মএলাকায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করেছেন । গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আউট অব স্কুল কর্মসূচীর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

সংস্থার আর্থিক সক্ষমতা: মউক ২৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে তহবিল পরিচালনা করছে এবং সময়ের সাথে সাথে প্রকল্পের তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রতিটি প্রকল্প এবং বিভাগের জন্য পৃথক এ্যাকাউন্ট সহ সকল প্রকল্প সমূহ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার করার জন্য মউক বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের ১৭ টি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করছে। মউক আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড আনুসরণ করে যা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছে। আর্থিক ম্যানেজমেন্ট এর অধীনে কর্মকান্ড সমূহ হলো।

অডিট সিস্টেম এবং প্রতিবেদন তৈরী ঃ

মউক এর দুটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অডিটিং সিস্টেম রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা সরাসরি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন। অডিটর বৃন্দ মাঠ পরিদর্শন করেন এবং প্রতিটি প্রল্পের জন্য ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এবং বাহ্যিক নিরীক্ষা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর নেতৃত্বে এবং নির্বাহী কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হয়। দেশের খ্যাতনামা অডিটফার্ম কর্তৃক প্রদত্ত মউক সম্পর্কিত তথ্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থায় এবং এনজিও বিষয় অধিদপ্তর এ স্বীকৃত হয়েছে। এভাবে স্বীকৃত অডিটফার্ম দ্বারা প্রতিবছর অডিট কাজ সুসম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে চলমান কর্মসূচী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচী (OOSC)ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধিনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসুচী, এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ০৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বর্হিভূত এবং ঝড়ে পড়া শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ধারায় ফিরিয়ে আনা, এই লক্ষ্য অর্জনে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক মেহেরপুর জেলা ব্যাপী আইএসএ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৭০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৩০২ জন ছেলে ও ৮১৫জন মেয়ে মোট ২১১৭জন শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্রে পড়ালেখা করছে। এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা ৬০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯৩০জন বালক ও ৭০৩ জন বালিকা সর্বমোট ১৬৩৩ জন শিশু পড়ালেখা করছেন এবং গাংনী উপজেলায় ৮০ টি কেন্দ্রে ২৪০০ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন । জেলাব্যাপী ৬১৫০ জন ০৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ১৫ জন সুপারভাইজার ও ব্যাবস্থাপক দ্বারা প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্প এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ ঃ

১। ৩টি উপজেলায় ২১০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬১৫০জন শিক্ষার্থীর ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া সুষ্ঠ সম্পন্ন করেছে।

২। প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৩। ৬১৫০ জন শিক্ষার্থীদের ২বার স্কুল ড্রেস ও ১৮বারে ৫৪টি করে খাতা ও ড্রয়িং খাতা প্রদান করা হয়েছে।

৪। উপজেলা পর্যায় এ মতবিনিময় সভা ৬টি আয়োজন করা হয়েছে ।

৫। ২১০টি শিখনকেন্দ্রে CMC কমিটির ১২৬০টি মিটিং আয়োজন করা হয়েছে।

৬। ১২০০টি কমিউনিটি/অভিভাবক সমাবেশ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।

৭। ৪৫০ জন শিক্ষাথীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

৮। ২বার করে ২১০জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বনিয়াদি প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৯। ৬১৫০জন শিক্ষার্থী তাদের ১৮মাসের বেতন-ভাতা পেয়েছেন।

১০। বিবেচ্য সময়ে ০৩বার IVA সম্পন্ন হয়েছে।

গত ৩০শে জুন ২০২৩ ইং তারিখে মধ্যে মোট ৬১৫০জন শিক্ষার্থী ৩য় শ্রেণীর সমাপনী পরিক্ষা শেষ করে ৪র্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন সমূহে সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন কার্যক্রম ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরাসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প অফিসের সহযোগিতায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন কার্যক্রমটি ঢাকা দক্ষিন সিটির ২২ ও ৫৫ নং ওর্য়াড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৫টি দক্ষতামূলক প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যে কেন্দ্রগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ ৮৯৩ জন শ্রমজীবি শিশু প্রশিক্ষন সম্পন্ন করেছেন। এবং প্রত্যেক শিশুকে ০৮ মাসের এক হাজার টাকা করে সর্বমোট ১,১৬,৫০,০০০/-টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষন কেন্দ্র সমূহে ৪৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন সুপারভাইজারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত সকল কেন্দ্র গুলোতে ৪৫টি সিএমসি কমিটি গঠন করা সহ মিটিং এর আয়োজন করা হয়েছে। জুন/২৩ ইং মাসের ০৬ মাসের পর হতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা মোতাবেক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	সেবার ধরণ	সেবার সংখ্যা
১	প্রশিক্ষন কেন্দ্র	৪৫ টি দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষন	৮৯৩ জন
২	উপবৃত্তি প্রদান	৮৯৩ জন প্রশিক্ষনার্থীকে	১০০০/- টাকা

চাইল্ড এন্ড ওম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেসি (সমৃদ্ধ) ঃ

আদর্শগতভাবে মউক শিশু ও নারীর অধিকারের পক্ষে খুব আন্তরিক বা স্পর্শকাতর এবং সেইসাথে সংগঠনটি শিশু এবং নারীদের অধিকার রক্ষায় দীর্ঘ ২৫ বছর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় JNNPF এর মাধ্যমে ০১টি জেলা ও ০৩ উপজেলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কমিটি নিবিড়ভাবে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ এ কাজ করে আসছে । ০৪ টি গ্রুপের সাথে এ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়েছে । যেখানে বর্তমানে ২২৫০ জন শিক্ষার্থী শিশু সদস্য উপস্থিত হয়েছিল। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো শিশুদের একযোগে মিনি এ্যাডভোকেট হিসাবে গড়ে তোলা, ২০টি গ্রুপের মাধ্যমে ৩৫০ জন নারীকে এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে অধিকার বিষয়ে বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রতিবেদনের সময়ে ৫টি জিও-এনজিও সমন্বয় সভা, ১২টি মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১০ টি আঞ্চলিক শিশু ফোরাম এবং মহিলা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। স্কুল সভা, উঠান সভা এবং আইনী সহায়তা মেডিয়েশন সার্ভিস ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কিছু সংখ্যাক তথ্য দেওয়া হলো।

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	সেবার ধরণ	সেবার সংখ্যা	সেবা গ্রহণকারী			মোট
				নারী	পুরুষ	শিশু	
১	উপজেলা নারী নির্যাতন	মাসিক আলোচনা সভা	১০	৮৫	৬৫	০	১৫০
২	শিশু ও মায়েদের নিয়ে সভা	কমিটি তৈরী ও সিদ্ধান্ত গ্রহন সভা	১০	০	০	১৫০	১৫০
৩	উঠান বৈঠক ও পারিবারিক কাউন্সিলিং বৈঠক - ৯০টি	নারী ও পুরুষ বৈঠক	৩৫	৩৭২	১৫০	১৫০	৬৭২
৪	বিদ্যালয় সভা- ১০টি	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর দের নিয়ে	১০	০	০	২২৫০	২২৫০
৫	সালিস পরিচালনা- ১৫৭০টি	পারিবারিক বিরোধের মীমাংসা করা	১২৫০	৭৩৫	৪০০	১১৫	১২৫০
		সর্বমোট	১৩১৫	১১৯২	৬১৫	২৬৬৫	৪৪৭২

প্রবীণ প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির বসত বাড়িতে গাড়ল পালনের মাধ্যমে আর্থিক পূর্ণবাসন প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২০০৭ ইং সাল হতে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে । গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর সময়কালে জেলায় অবহেলিত বয়স্ক নারী ও পুরুষদের উপরে উল্লেখিত প্রকল্পটি অত্যান্ত সফলতার সহিত বাস্তবায়িত হয়েছে । এ ছাড়াও প্রোগ্রাম এর আওতায় থেকে প্রবীন ব্যাক্তিদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে । সুবিধা বঞ্চিত বয়স্ক ব্যাক্তিদের নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা প্রদান সহ প্রবীণ ক্লাব গুলিতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে ১৫০টি পরিবার থেকে ২১৫জন প্রবীন পুরুষ নিজ নিজ পরিবার ও সমাজে এ মানবিক মর্যাদা উপভোগ করছেন। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের সংখ্যামুলক তথ্য নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচীর নাম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	
১	বয়স্কদের ৩টি কমিটি গঠনও প্রবীণ ক্লাব তৈরী	ক্লাব ও কমিটির মাধ্যমে সম্পৃত্তকরণ ও সেবা প্রদান	১৫ জন	৫৫জন	৭০জন
২	মাসিক ভাতা প্রদান	নগদ অর্থ প্রদান	২০ জন	০৫জন	২৫ জন
৩	কাউন্সিলিং/থেরাপী	পৃথকভাবে কাউন্সিলিং করা	৩৬জন	৪৪জন	৮০জন
৪	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	ডাক্তার দেখিয়ে ব্যাবস্থা পত্র সহ ঔষধ বিতরণ	৮৫জন	৬৫জন	১৫০জন
৫	আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এ গাড়ল প্রদান	বসত বাড়ীতে গাড়ল বিতরণ করা	১৩জন	১৩জন	২৬জন
		সর্বমোট	১৬৯জন	১৮২জন	৩৫৬জন

প্রাইমারী মউক হেলথ কেয়ার এন্ড নিউট্রিশন প্রজেক্ট ঃ

২০১৫ইং সালে মউক অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির বাড়ির দোর-গোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌছে দেবার লক্ষ্যে সহায়তার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য সেবা ও ব্যথা নাশক ঔষধ বিতরণের এই কর্মসূচি শুরু করেছে। নিদৃষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মউক নিজস্ব উদ্যোগে এবং সরকারী অর্থায়ন দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত, ব্যথা আক্রান্ত পরিবারগুলো কে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রোগ্রামটি সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত স্বীকৃত এবং মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ায়, সংস্থা স্বাস্থ্য সেবার গুনগত মান বজায় রাখার জন্য ০২জন ফিজিওথেরাপিস্ট, ০১ জন সহকারী কাউন্সেলিং এবং ০১ জন সহকারী চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় এর পাশাপাশি কনসার্ন ওয়াল্ড ও বিএনএফ এর সহযোগিতায় স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যেমে ১৭২৭ জন চিহ্নিত রোগীদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৭৫% রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভবিক জীবণ যাপন করছেন । একই সাথে শিশু পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষে ক্যাম্পেইন ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবা	সেবা গ্রহনকারী			মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	শিশু	
১	চিকিৎসা সেবা প্রদান	ব্যাবস্থাপত্র এবং ঔষধ বিতরণ	১৩০০	৮২০	০	২১২০
২	স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি বিষয়ক সচেতনতা	সচেতনা বৃদ্ধি	১২৭৫	১৭৫	২০৫	১৬৫৫
৩	মেডিক্যাল ক্যম্প বাস্তবায়ন	চেক আপ ও ব্যাবস্থাপত্র প্রদান	২৫০	২৫	১৫০	৪২৫
৪	শিশুদের পুষ্টি বিষয়ে উঠান বৈঠক ও প্রচারণা	ছোট দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পুষ্টি প্যাকেজ বিতরণ	২৭৫	৩৭	০	৩১২
		সর্বমোট	৩১০০	১০৫৭	৩৫৫	৪৫১২

কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল (আরএসিই) ঃ

”শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড” প্রবাদটি সবার কাছে সুপরিচিত। সেইসব দেশগুলি উন্নত যারা প্রথমে শিক্ষায় উন্নত হয়েছে। বিশ্বে এমন একটি দেশ বা জাতি নেই যারা শিক্ষাগত উন্নয়নকে অগ্রাহ্য করে তাদের উন্নত করেছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন খাতে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। তালিকাভুক্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যা অত্যন্ত সন্তোষজনক। কিন্তু শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে এবং একই সাথে ড্রপ আউট হারও কম নয়। মেহেরপুর জেলায় মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে মউক ২০১৯ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, বারাদি ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে উল্লেখিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মউক প্রতিটি গ্রামে “এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ” নামে একটি প্ল্যাট ফর্ম এর মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধ পরিকর। এসএমসি, সামাজিক নিরিক্ষা কমিটি, পিটিএ কমিটি কিছু কার্যক্রম যেমন এসএমসি, অভিভাবক, ইউপি স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে দেখা, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের পর্যবেক্ষণ, ছাত্র পরিষদ, শিক্ষক

প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা, শিক্ষা মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রোগ্রামের মতো বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সিইউডিজি সদস্যদের অনুপ্রেরণায়, স্কুলগুলির স্কুল আঙ্গিনায় ফুলের বাগান তৈরি, বার্ষিক বাজেট, নিয়মিত কমিটির সভা এবং সময়োপযোগী ক্লাস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে শিক্ষার মান আগের তুলনায় অনেক ভাল। স্কুল পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা উন্নত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে স্থানীয় লোকের সম্পৃক্ততায় তাদের পরামর্শ গ্রহন করায় শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে শিক্ষার মান উন্নয়নে যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তার কর্মএলাকা উপকারভোগী তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইউনিয়ন এর সংখ্যা	বিদ্যালয় এর সংখ্যাা	ছাত্রের সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষক /অভিভাবক	মোট
৩ টি	৩৫ টি	৫৩৪১ জন	৬২৫৫ জন	২৪১৫ জন	১১৭২১ জন

আই সি এস/ইকো ফ্রেন্ডলী ইমপ্রুভ কুক ও ওভেন ইনস্টলেশন কর্মসূচীঃ

বাংলাদেশে, জনসংখ্যার বেশিরভাগই রান্না এবং খাবার গরম করার জন্য কাঠের উপর নির্ভর করে। পরিবারের রান্নার চাহিদা মেটাতে প্রায় ৯৪ % শক্তি কাঠ উৎস থেকে আসে। বাংলাদেশ জৈব জ্বালানীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও ইতোপূর্বে এই জৈব জ্বালানী ব্যবহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরে যে বায়ুদূষণ হয় তা রোধে তেমন কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নাই। স্বাস্থ্যে ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দাতা সংস্থার সহযোগিতায় মউক গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য অভ্যন্তরীণ উন্নত রান্নার চুলা এবং কাঠের জ্বালানী সাশ্রয় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গৃহস্থালী রান্নার কাজর সাথে জড়িত স্বাস্থ্য এবং জ্বালানী উভয় সমস্যার সমাধানের স্বার্থে, মউক যে উন্নত কুক স্টোভ ঐতিহ্যবাহী চুলাগুলির তুলনায় ৭০-৮০% জ্বালানী বাঁচাতে পারে এবং রান্নাঘর ধোঁয়া মুক্ত রাখতে পারে, তা পরিলক্ষিত হয়েছে। গত ২২-২৩ অর্থবছরে মউক ৩,২৫০ এর বেশি সংখ্যক উন্নত কুক স্টোভ ইনস্টল করেছেন।

মউক এর মেহেরপুর জেলার ০৩ টি উপজেলায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলি হস্তনির্মিত ঐতিহ্যবাহী মাটির চুলা ব্যবহার করছেন এবং তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিতে থাকেন । আইসিএস প্রকল্পগুলি অযথা বৃক্ষ নিধন এবং গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ৭,৫০০টি উন্নত চুলা উৎপাদন ।

সাধারণত, যেসব শহরে বা গ্রামীণ এলাকায় রান্নাঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা ভালো নয় তারা এই চুলার প্রতি বেশি আগ্রহী।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবা	চুলার ধরণ			মোট সেবা গ্রহণকারী
			একমুখী	দুই মুখী	বহ যোগ্য	
১	উন্নত চুলা প্রচারণা করা	চুলা সরবরাহ	৩,১০০টি	১৫০	০	৩২৫০ জন
২	উঠান বৈঠক	পরিবেশ বান্ধব চুলা বিষয়ে উদবুদ্ধকরণ	-	-	-	৩৪৪২ জন
৩	মাইকিং এবং রাস্তায় প্রচারণা করা	সাধারণ জনগোষ্ঠির নিকট প্রচারনা করা	-	-	-	১৫০৮৪ জন
		সর্বমোট	৩,২০০	১৫০	৪২০০	২৩১৭৬

ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি পার্সন ডিজ-অ্যাবিলিটিসঃ

সূচনালগ্ন থেকেই মউক প্রতিবন্ধী ও বিশেষচাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের উন্নয়নেকে অগ্রাধিকার দিয়ে অত্র কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে। সিডিডি এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে উক্ত কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে । ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের সহ শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা কর্মসূচীতে এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১৫০ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক কে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণবাসন করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিষ্ঠান সরকারী সহ বিভিন্ন সেন্টারে ভর্তি জন্য এ্যাডভোকেসী সভা করা হয়েছে। ১৫টি কমিউনিটি সভা ৫টি স্কুল সেমিনারের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ যেমন হুইল চেয়ার, স্টেচার, সাদা ছড়ি, ক্রেষ্ট ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এই প্রকল্প এ যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, নিম্নে তার সংখ্যমূলক তথ্য দেওয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহণকারী
			নারী	পুরুষ	
১	পিআরটি এবং ফিজিওথেরাপী	শারীরিক ব্যায়াম	২০ জন	১৫জন	৩৫ জন
২	প্রশিক্ষণ ও পূর্ণ সহায়তা দিয়ে পূর্ণবাসন করা	প্রশিক্ষণ ও ঋণ	৮৫ জন	৩৫ জন	১২০জন
৩	সহায়ক উপকরণ বিতরণ	চশমা, হুইল চেয়ার এবং ক্রাচ বিতরণ	৩০জন	১৫জন	৪৫ জন
৪	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	ভ্রাম্যমান ক্যাম্প	১২৫ জন	৭৫ জন	২০০ জন
৫	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সহ শিক্ষায় সম্পৃক্ত করণ ।	প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র অন্তরভুক্তি করণ	২৫ জন	৪৫ জন	৭০জন
		সর্বমোট	২৮৫ জন	১৮৫জন	৪৭০জন

টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু দ্যা ট্রাফিকিং টু ভিকটিমস্ ঃ

সরকারীভাবে পুরো বিশ্বজুড়ে দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ভীন্ন ধারায় এর অস্তিত এখনো বিরাজমান। জেলার দুঃখ দুর্দশায় থাকা মানুষেরা উন্নত ও সচ্ছল জীবনের আশায় যে কোন কাজ করার জন্য ভিক্টিমরা প্রোরোচিত হয় এবং তারা রাজি হয়ে থাকে। একদল সুবিধাবাদী চতুর মানুষ এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। অভিবাসনের নামে দূরদর্শী লোকেরা কমিশন এজেন্টের ফাঁদে পা রাখে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা তাদের সম্পদ / অর্থ হারায়, সতীত্ব হারায় এবং দাসদের মতো অমানবিক জীবনযাপন করে। তারা তাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশার অনুসারে কিছুই করতে পারে না। যেন তাদের জন্মই হয়েছে, অন্যের সেবা করার জন্য। মেহেরপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ২৫% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত এবং যেকোন উপায়ে ভাল জীবনের পথ খুঁজে পেতে গিয়ে তারা অনেকেই দালাল এজেন্টদের জালে জড়িয়ে পড়ে। পাশাপশি এই জেলার সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সীমানা রেখা রয়েছে, ভৌগলিক

অবস্থানের কারণে অন্যান্য জেলার চেয়ে নারী ও শিশু পাচারের হার বেশি। মানব পাচার রোধে এবং পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্থ্যদের পুনর্বাসনের জন্য মউক এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গণ-সচেতনতা তৈরি, মোটিভেশনাল সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কাউন্সিলিং, ডোর টু ডোর উঠান বৈঠক ক্যাম্পেইন, এবং লবিং পুনর্বাসন এই প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম। ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে প্রকল্পের সময়কালে ২৫জন পাচারের শিকার ব্যক্তি চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং ২৫ জন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, ০৫জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ১৮জন অগভীর নলকূপ ও ধান ভাঙ্গানের মেশিন পেয়েছেন, ১৭জন ব্যক্তি মুদি ব্যবসায়ের জন্য অর্থ পেয়েছেন, ০৩জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দক্ষতা অর্জন অংশগ্রহন করেছেন, ০১জন ব্যক্তি আইনি সহায়তা পেয়েছেন, স্বাস্থ্য সহায়তা পেয়েছেন ০২জন ব্যক্তি এবং ০৩জন নির্মান সহায়তা পেয়েছে। এই প্রকল্পটি অর্থায়ন করেছে "রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল" ও মউক এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত আছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবার নাম	সেবা গ্রহনকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
			নারী	পুরুষ	
১	মানব প্রাচার এর শিকার ব্যাক্তি সনাক্ত করণ	বাড়ী বাড়ী ক্যাম্পেইন	৫	২০	২৫
২	মানব প্রাচার এর শিকার ব্যাক্তি কে সহায়তা করা	অগভীর নলকূপ ও ধান মাড়াই মেশিন	৩	১০	১৩
৩	পূর্ণবাসন	পৃথকভাবে কাউন্সিলিং	৫	২০	২৫
৪	স্বাস্থ্য ও আইনী সহায়তা	চিকিৎসা ও আইনী সহায়তা	০	২	২
৫	মানসিক কাউন্সিলিং	ব্যাক্তি বিশেষ পৃথক মানসিক কাউন্সিলিং	৪৫	১১৫	১৬০
		সর্বমোট	৫৮	১৬৭	২২৫

ভার্নারেবেল গ্রুপ ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রাম(ভিজিডি) ঃ

জীবিকা নির্বাহ, খাদ্য নিরাপত্তা, চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা থেকে নারীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মউকের সাথে যৌথ সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। অতি দরিদ্র নারী, প্রতিবন্ধী নারী, বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্ত নারী প্রকল্পের প্রাথমিক সেবাগ্রহনকারী। এই প্রকল্প থেকে সেবাগ্রহনকারী হিসাবে প্রত্যেকে দু'বছরের জন্য ৩০ কেজি চাউল/গম পাচ্ছে। মউক আয় বর্ধক কার্যক্রম ও মূলধন গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ সহ নানান সুযোগসুবিধা ব্যবস্থা করেছে। মউক এ সেক্টরের কাজের সাথে দীর্ঘতিন জড়িত থাকার কারণে মেহেরপুর জেলায় ও সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশি, ঝিনাইদাহ, নওগাঁ উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে গত২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৯৭০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সেবা গ্রহণ করছেন। একই বিভাগের আওতায় মউক-এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার ০১ টি উপজেলায় ও সিরাজগঞ্জ জেলার ০১ টি উপজেলায় এই ভিজিডি সকল কর্মসূচী সমুহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহনকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
			নারী	পুরুষ	
১	আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ	বসতবাড়ীতে সবজী চাষ ও হাঁস-মুরগী ছাগল পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী রূপে তৈরী করা	২৯৭০	-	২৯৭০
২	মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনী সহায়তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা	২৯৭০	-	২৯৭০
৩	সঞ্চয় জমা	মাসিক সঞ্চয় জমা ও পুঁজি/মূলধন তৈরী করা	২৯৭০	-	২৯৭০
৪	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন	সুবিধা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করণে প্রশিকক্ষণ কর্মশালা	২৯৭০	-	২৯৭০

বাংলাদেশের ভূমিহীন, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমি স্বত্ব এবং যৌথ কৃষিচর্চা প্রকল্প ঃ

ভূমি আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের সচেতন করতে এবং জমিতে নারীর মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লিখিত প্রকল্পটি এএলআরডি এর কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমঝুপি ও পিরোজপুর ইউনিয়নে ১৫ টি সমবায় দল গঠন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। বর্তমানে আইজিএ এর প্রশিক্ষণের ফলে, নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে । এমনকি এমতাবস্থায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রমানিত হয়েছে। ভবিষ্যতের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ মূলধনের জন্য তারা নিজস্ব দৈনিক ও মাসিক মুষ্টিচাল সংগ্রহ করে উদ্যোগে সঞ্চয় তহবিল সংগ্রহ করেছে, দলগুলি নিজেরা যৌথ উদ্দেগে কৃষি কাজ করছেন এর মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অত্র প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপ ছকে বর্ণিত করা হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসূচী সংখ্যা	সেবার নাম	সেবার গ্রহণকারী		মোট সেবা গ্রহনকারী
				নারী	পুরুষ	
১	নারীদের জমি বন্টন এ সহযোগিতা	১০	আবেদন এবং সুরক্ষা প্রদান	৩৫	৫	৪০
২	জমি অধিকার ও আইন বিষয়ক সচেতনতা তৈরী	০৩	জেলা সেমিনার	১২০	৭৫	১৯৫
৩	যৌথভাবে চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষক	০৫	কমিউনিটি বিল্ডিং এবং ওরিয়েন্টশন	২২৫	০	২২৫
৪	সাপ্তাহিক গ্রুপ সভা	১১৫০টি	সাপ্তাহিক সভা	২৪৪	৭৫	৩১৯
৫	বাল্যবিবাহ ও যৌতুক এর বিরুদ্ধে প্রচারণা	১২টি	গ্রাম ভিত্তিক সভা এবং আইনী সহায়তা	২৫০	১২৫	৩৭৫
৬	সমবেত বা যৌথ চাষ আবাদ	৭টি	দল ভিত্তিক	৬৯	৮	৭৭
			সর্বমোট	৯৪৩	২৮৮	১২৩১

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচী ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

শুধু ঋণ দান কর্মসূচীটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রম হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অতি দরিদ্র নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ব্যাবসা ও কৃষিকাজের উপর ঋণদান করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নের আওতাধীন ৪৭টি গ্রামের মোট ২১৪৪ জন সেবাগ্রহনকারী তাদের পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য সহায়তা পাচ্ছেন, যেখানে আগে তাদের উচ্চ

সুদের ঋণ নিতে হত, এই প্রকল্পটি সংস্থার কর্ম আঞ্চলের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রেখে চলেছে। মউকের ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমে ০৩টি ইউনিট অফিসের মাধ্যমে ৩,৪৫,৬৭,৮৫০/- টাকা বর্তমানে ঋণস্থিতি রয়েছে। এলাকায় ব্যাপক ঋণ এর চাহিদা থাকায় এই কর্মসুচীর সম্প্রসারণ উদ্দ্যেশে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা সহ কর্মী প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সেবা	সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা	মোট	দল এর সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	ঋণ সহায়তা	৩,৪৫,৬৭,৮৫০/-	৯৭টি	২১৪৪জন
২	সঞ্চয় এর আদায়	৩৫,১৩,৪৫৫/-	৯৭ টি	২১৪৪জন
মোট			১৯৪টি	৪২৮৮জন

তৃণমূল মডেল একাডেমী ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ঃ

গুনগত মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করনে ২০০৬ ইং সালে তৃণমূল মডেল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে তৃণমূল মডেলে একাডেমীর ২টি শাখা ৫১০ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়ণ করছে। প্রচলিত শিক্ষানীতি যেমন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ২০১০; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন মাথায় রেখে অত্র প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রমকে মূল কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করে। জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল এবং এসডিজি পরিকল্পনা ২০১৬-২০৩০ বাস্তবায়নে তৃণমূল মডেল একডেমী সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মউক ২০০৪ সাল থেকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। মউক এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ২০০৬ সাল থেকে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় কিন্তু বর্তমানে মউক এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চালু আছে। বিদ্যালয়ের অবস্থান, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের তথ্য নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যালয় এর নাম এবং ঠিকানা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	বয়স সীমা	শ্রেনীর নাম	শ্রেনীর সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	বিদ্যালয় এর ধরণ	অবস্থান
১	তৃণমূল মডেল একাডেমী, আমঝুপি, মেহেরপুর ।	২৮৫	৬-১২	১ম-৫ম	১৩	১৫	প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমঝুপি ইউনিয়ন
২	তৃণমূল মডেল একাডেমী, বাড়াদী মেহেরপুর ।	২২৫	৬-১২	প্লে-০৫ম	১০	১৩	প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়	বারাদী ইউনিয়ন
মোট		৫১০			১৬	২৫		

মউক এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপনঃ

মউক, যেহেতু সবার কাছে, একটি মানবাধিকার সংস্থা হিসাবে পরিচিত তাই এটি সকল দেশীয় সংস্কৃতি এবং আচার-ঐতিহ্যেকে যথাযথ সম্মান প্রদান করে থাকে। ফলে স্বভাবতই মউক মানবাধিকার অধিকার ভিত্তিক সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ উদযাপন করে আসছে, গত অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মউক বিভিন্ন দিবস সমূহ উদযাপন করে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিবস উদযাপন নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নববর্ষ ঃ পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) উদযাপন করা বাংলার একটি ঐতিহ্য । মউক এই দিনটিকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ প্রতিবছর ৮ই মার্চ মউক এই দিবসটি শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এর মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যদায় উৎযাপন করে থাকে।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবসঃ ১৫ ই অক্টোবর গ্রামীণ মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ দিন এবং মউক যে কর্মএলাকায় কাজ করে সেই সকল পল্লী এলাকায় এটি পালন করা হয়। এই দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসঃ বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমর্থনে প্রতি বছর ৩ রা ডিসেম্বর এই দিবসটি পালন করা হয়। এই লক্ষ্যে মউক র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন এর মাধ্যমে উক্ত দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসঃ মাতৃভাষা কে কার্যকারী ভাবে ব্যাবহার মাধমে মউক তার অগ্রযাত্রা কে প্রসারিত করেছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসর ও মউক ২১ শে ফেব্রুয়ারী তে প্রভাত ফেরী, আলোচনা সভার আয়োজন সহ শিশুদের কে নিয়ে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে । এছাড়া মউক স্বাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি উদযাপন করে থাকে।

উপসংহার ঃ মউক একটি অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা, যা মাধারণ মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে এগিয়ে নেয়ার কাজেও বেশ তৎপর। মউক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিশেষ ভুমিকার পাশাপাশি বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এছাড়া ও সকল প্রোগ্রাম সমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে একটি অন্যতম বেসরকারী সংস্থা হিসাবে গণ মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের কিছু স্থির চিত্র

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মধ্য দিয়ে মউক এর পহেলা বৈশাখ উদযাপন।

মউক এর উদ্দ্যোগে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালিটি শহর প্রদক্ষিন করছে।

বাংলাদেশের খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্য রূপান্তর ব্যবস্থার নিয়ে মউক এর এক র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ কালে।

২৬শে মার্চ জাতীর বীর সন্তানদের স্মরণে মউক এর পক্ষ থেকে ফল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বর্তমানে চলমান প্রজেক্ট এবং দাতা সংস্থার পরিচিতি

ক্রঃ	প্রোজেক্টের নাম	দাতা গোষ্ঠীর নাম	প্রোজেক্ট শুরুর তারিখ	প্রোজেক্ট সম্পত্তির তারিখ
১	ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অফ দি পার্সন ডিজএ্যাবিলিটিস	*সিডিডি ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন*	০৭/০৭/ ২০১২	৩০/০৬/ ২০২৪
২	প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির বসত বাড়িতে গাড়ল পালনের মাধ্যমে আর্থিক পূর্ণবাসন প্রকল্প	*বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন*	০৫/০১/ ২০১৯	৩০/১০/ ২০২৫
৩	আউট অব স্কুল চিলড্রেন কর্মসূচী	*প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রাণালয়*	০১/১০/ ২০২০	৩০/০৬/ ২০২৫
৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন কার্যক্রম	*শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়*	০১/০১/ ২০২২	৩০/০৩/ ২০২৩
৫	চাইল্ড ও ওম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেসী (সমৃদ্ধ)	*জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম*	০১/০৭/ ২০০৭	৩০/১২/ ২০২৪
৬	প্রাইমারী মউক হেলথ কেয়ার এন্ড নিউট্রিশন প্রজেক্ট	*স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়*	১২/০১/ ২০১৩	৩০/১১/ ২০২৫
৭	আইসিএস/ইকো ফ্রেন্ডলী ইম্প্রুভ কুক ওভেন ইনস্টলেশন	*ইডকল*	০১/০১/ ২০১২	৩০/১২/ ২০২৪
৮	কোয়ালিটি এডুকেশন ফর অল	*গণস্বাক্ষরতা অভিযান*	১৫/০২/ ২০২২	৩০/১২/ ২০২৫
৯	টেকনিক্যাল সার্পোট টু দ্যা ট্রাফিকিং ভিক্টিমস	*রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল*	০১/০৭/ ২০১৮	৩০/০৬/ ২০২৪
১০	ভর্নারেবল ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রাম (VGD)	*মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর*	১৭/০৭/ ২০১৯	৩১/১২/ ২০২৫
১১	বাংলাদেশে ভূমিহীন, দারিদ্র,প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমি স্বত্ত এবং যৌথ কৃষিচর্চ্চা প্রকল্প	*এএলআরডি*	০৯/০১/ ২০১৯	৩০/০৮/ ২০২৪
১২	ক্ষুদ্র ঋণ ও সোসিও- ইকোনোমিক ডেভেলেপমেন্ট প্রোগ্রাম	*নিজস্ব অর্থায়নে*	০৭/০৫/ ১৯৯৭	চলমান
১৩	তৃণমূল মডেল একাডেমী ওপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	*নিজস্ব অর্থায়নে*	২০০৬	চলমান
১৪	মিলেনিয়াম এন্টারপ্রাইজ	*নিজস্ব অর্থায়নে*	০৭/০১ /২০১৬	চলমান
১৫	মউক টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	*নিজস্ব অর্থায়নে*	০১/০৭/ ২০১৯	চলমান

উন্নয়ন বার্তা সংবাদ পত্রের ক্লিপিং

জনগণের মুখপত্র
মেহেরপুর প্রতিদিন
THE MEHERPUR PRATIDIN

১২ মে ২০২৩ শুক্রবার

মেহেরপুর আমঝুপিতে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে কমিউনিটি ওয়াচগ্রুপ এর সভা

আমঝুপি প্রতিনিধি
সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষায়

কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপিতে মউকের হলরুমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
গণসাক্ষরতা অভিযান এর

মেহেরপুর আমঝুপিতে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সহযোগীতায় মউক আয়োজিত সভায় ওয়াচ গ্রুপ এর সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকের নি
প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।
সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়া, সমাজসে
আঃ রকিব, হাজী আজগর আলী মাস্টার, ইউপি সদস্য কাবুল আলী, রে
খাতুন ও সাংবাদিক আকতার হোসেন। সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়
অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা, এস.এম.সি ও পি.
কমিটির সভা গুলো নিয়মিত করা সহ বিদ্যালয়ে সকল কর্মসূচীতে কমিউনি
অংশগ্রহন বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের কর্মসুচীতে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে
দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

জনগণের মুখপত্র
মেহেরপুর প্রতিদিন
THE MEHERPUR PRATIDIN

২০ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

আমঝুপি প্রতিনিধি
বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপি,মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটি ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে।

........(৩য় পৃষ্ঠার ৩ কলামে দেখুন)

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খাদ্যে অধিকার কমিটির সদস্য হাজী আজগর আলী মাষ্টার এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন, সমাজ সেবক শহিদুল্লাহ, আঃ রাকিব, ইমাম ওজিউর রহমান ও মানবধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ। বক্তাগন সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ মালা তুলে ধরেন। এর আগে একটি র‍্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে মউক প্রধান কার্যলয় চত্তরে এসে শেষ হয়। সভার শেষে, মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটির পক্ষে সামাজিক সুরক্ষা কমূসূচির বরাদ্দ বাড়ানো ও খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির মুল্য কমানোর দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্বারক লিপি প্রদান করা হয়।

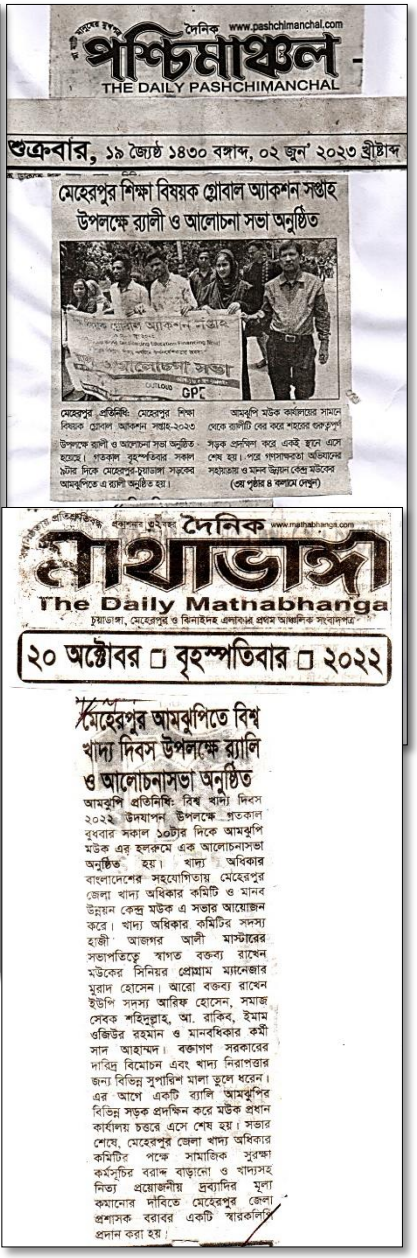

দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল www.pashchimanchal.com
THE DAILY PASHCHIMANCHAL

শুক্রবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ০২ জুন' ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ

মেহেরপুর শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর প্রতিনিধিঃ মেহেরপুর শিক্ষা বিষয়ক গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপিতে এ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। আমঝুপি মউক কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালীটি বের করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের

(৩য় পৃষ্ঠার ৪ কলামে দেখুন)

প্রকাশনার ৩২বছর দৈনিক মাথাভাঙ্গা www.mathabhanga.com
The Daily Mathabhanga
চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ এলাকার প্রথম আঞ্চলিক সংবাদপত্র

২০ অক্টোবর □ বৃহস্পতিবার □ ২০২২

মেহেরপুর আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

আমঝুপি প্রতিনিধিঃ বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপি মউক এর হলরুমে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য অধিকার বাংলাদেশের সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটি ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে। খাদ্য অধিকার কমিটির সদস্য হাজী আজগর আলী মাস্টারের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন, সমাজ সেবক শহিদুল্লাহ, আ. রাকিব, ইমাম ওজিউর রহমান ও মানবধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ। বক্তাগণ সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ মালা তুলে ধরেন। এর আগে একটি র‍্যালি আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে মউক প্রধান কার্যালয় চত্তরে এসে শেষ হয়। সভার শেষে, মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটির পক্ষে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দ বাড়ানো ও খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কমানোর দাবিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্বারকলিপি প্রদান করা হয়।

২০২২-২০২৩ ইং পর্যন্ত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নেটওয়ার্ক সদস্যদের তথ্য

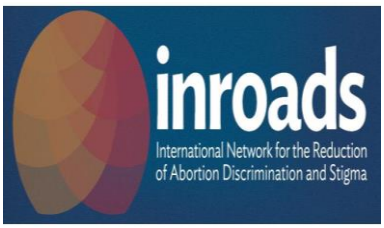

আমার অধিকার ফাউন্ডেশন

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ)
Bangladesh Labour Foundation (BLF)